

💵 নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১৪-১৫. হযরত মূসা ও হারূণ (আলাইহিমাস সালাম) রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

নবুঅত পরবর্তী ১ম পরীক্ষা : জাদুকরদের মুকাবিলা

মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের মাঝে জাদু প্রতিযোগিতার দিন ধার্য হবার পর মূসা (আঃ) পয়গম্বর সূলভ দয়া প্রকাশে নেতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বি ্রটির্ন্ত কর্তান্ত নুর্নির্দ্ত করে। বিফল মনোরথ হয়ে (ত্বোয়াহা হ০/৬১)। কিন্তু এতে কোন ধ্বংস করে দেবেন। যারাই মিথ্যারোপ করে, তারাই বিফল মনোরথ হয়ে (ত্বোয়াহা ২০/৬১)। কিন্তু এতে কোন ফলোদয় হ'ল না। ফেরাউন উঠে গিয়ে 'তার সকল কলা-কৌশল জমা করল, অতঃপর উপস্থিত হ'ল' (ত্বোয়াহা ২০/৬০)। 'অতঃপর তারা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল'। 'তারা বলল, এই দু'জন লোক নিশ্চিতভাবেই জাদুকর। তারা তাদের জাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায় এবং আমাদের উৎকৃষ্ট জীবনধারা রহিত করতে চায়'। 'অতএব (হে জাদুকরগণ!) তোমরা তোমাদের যাবতীয় কলা-কৌশল সংহত কর। অতঃপর সারিবদ্ধভাবে এসো। আজ যে জয়ী হবে, সেই-ই সফলকাম হবে' (ত্বোয়াহা ২০/৬৩-৬৪)।

জাদুকররা ফেরাউনের নিকট সমবেত হয়ে বলল, জাদুকর ব্যক্তিটি কি দিয়ে কাজ করে? সবাই বলল, সাপ দিয়ে। তারা বলল, আল্লাহর কসম! পৃথিবীতে আমাদের উপরে এমন কেউ নেই, যে লাঠি ও রশিকে সাপ বানিয়ে কাজ করতে পারে ('হাদীছুল কুতূন' নাসাঈ, ইবনু জারীর, ইবনু কাছীর)। অতএব 'আমাদের জন্য কি বিশেষ কোন পুরস্কার আছে, যদি আমরা বিজয়ী হই'? 'সে বলল, হ্যাঁ। তখন অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' (আ'রাফ ৭/১১৩-১১৪)।

জাদুকররা উৎসাহিত হয়ে মূসাকে বলল, 'হে মূসা! হয় তুমি (তোমার জাদুর লাঠি) নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি' (ত্বোয়াহা ২০/৬৫)। মূসা বললেন, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন তারা 'তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল' (শো'আরা ২৬/৪৪), তখন লোকদের চোখগুলিকে ধাঁধিয়ে দিল এবং তাদের ভীত-সম্বস্ত করে তুলল ও এক মহাজাদু প্রদর্শন করল' (আ'রাফ ৭/১১৬)। 'তাদের জাদুর প্রভাবে মূসার মনে হ'ল যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো (সাপের ন্যায়) ছুটাছুটি করছে'। 'তাতে মূসার মনে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হ'ল' (ত্বোয়াহা ২০/৬৬-৬৭)। এমতাবস্থায় আল্লাহ 'অহি' নাযিল করে মূসাকে অভয় দিয়ে বললেন, ﴿اللهُ عَلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (طه वि9-68) - 'তুমিই বিজয়ী হবে' 'তোমার ডান হাতে যা আছে, তা (অর্থাৎ লাঠি) নিক্ষেপ কর। এটা তাদের সবকিছুকে যা তারা করেছে, গ্রাস করে ফেলবে। তাদের ওসব তো জাদুর খেল মাত্র। বস্তুতঃ জাদুকর যেখানেই থাকুক সে সফল হবে না' (ত্বোয়াহা ২০/৬৮-৬৯)।

জাদুকররা তাদের রশি ও লাঠি সমূহ নিক্ষেপ করার সময় বলল, وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ مِ الْفَالِبُوْنَ الْفَالِبُوْنَ الْفَالِبُوْنَ الْفَالِبُوْنَ الْفَالِبُوْنَ الْفَالِبُوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْفَالِبُوْنَ الْفَالِبُونَ السَّعِرَاء 88)- 'ফেরাউনের মর্যাদার শপথ! আমরা অবশ্যই বিজয়ী হব' (শো'আরা ২৬/৪৪)। তারপর মূসা (আঃ)



আল্লাহর নামে লাঠি নিক্ষেপ করলেন। দেখা গেল তা বিরাট অজগর সাপের ন্যায় রূপ ধারণ করল এবং জাদুকরদের সমস্ত অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল' (শো'আরা ২৬/৪৫)।

অদৃশ্য দেখে যুগশ্রেষ্ঠ জাদুকরগণ বুঝে নিল যে, মূসার এ জাদু আসলে জাদু নয়। কেননা জাদুর সর্বোচ্চ বিদ্যা তাদের কাছেই রয়েছে। মূসা তাদের চেয়ে বড় জাদুকর হ'লে এতদিন তার নাম শোনা যেত। তার উস্তাদের খবর জানা যেত। তাছাড়া তার যৌবনকাল অবধি সে আমাদের কাছেই ছিল। কখনোই তাকে জাদু শিখতে বা জাদু খেলা দেখাতে বা জাদুর প্রতি কোনরূপ আকর্ষণও তার মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। তার পরিবারেও কোন জাদুকর নেই। তার বড় ভাই হারূণ তো সর্বদা আমাদের মাঝেই দিনাতিপাত করেছে। কখনোই তাকে এসব করতে দেখা যায়নি বা তার মুখে এখনকার মত বক্তব্য শোনা যায়নি। হঠাৎ করে কেউ বিশ্বসেরা জাদুকর হয়ে যেতে পারে না। নিশ্চরই এর মধ্যে অলৌকিক কোন সন্তার নিদর্শন রয়েছে, যা আয়ত্ত করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এ সময় মূসার দেওয়া তাওহীদের দাওয়াত ও আল্লাহর গযবের ভীতি তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করল। আল্লাহ বলেন, আতিহিত হ'ল এবং বাতিল হয়ে গেল তাদের সমস্ত জাদুকর্ম'। 'এভাবে তারা সেখানেই পরাজিত হ'ল এবং লজ্জত হয়ে ফিরে গেল' (আ'রাফ ৭/১১৮-১১৯)। অতঃপর স্ত্যে ঠুকিট্রা নুট্টি নিট্টা নিজলায় পড়ে গেল'। এবং 'বলে উঠল, আমরা বিশ্বচরাচরের পালনকর্তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলাম, যিনি মূসা ও হারণের রব' (শো'আরা ২৬/৪৬-৪৮; জোয়াহা ২০/৭০; আ'রাফ ৭/১২০-১২১)।

পরাজয়ের এ দৃশ্য দেখে ভীত-বিহবল ফেরাউন নিজেকে সামলে নিয়ে উপস্থিত লাখো জনতার মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য জাদুকরদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, السَحْرَ اللَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ اللهِ عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ (طه- নিলে উঠলো, السَحْرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ قَبْلُ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ (طه- নিলে উঠলো, বিশ্ব কামার অনুমতি দানের পূর্বেই তোমরা তাকে মেনে নিলে? নিশ্চয়ই সে (অর্থাৎ মূসা) তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে' (জোয়াহা ২০/৭১; আ'রাফ ৭/১২৩; শো'আরা ২৬/৪৯)। অতঃপর সমাট সূলভ হুমকি দিয়ে বলল, الشعراء (الشعراء শীঘই তোমরা তোমাদের পরিণাম ফল জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব' (শো'আরা ২৬/৪৯)। জবাবে জাদুকররা বলল, لَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا اللهُولَ اللهُولِينَ اللهُولَ الهُولَ اللهُولَ اللهُولَ اللهُولَ اللهُولَ اللهُولَةُ اللهُولَ اللهُولَةُ اللهُولَ اللهُولَةُ اللهُولَ اللهُولَةُ اللهُولَ اللهُولَةُ الْمِلَا عَلَى اللهُولَةُ اللهُولَ اللهُولَةُ اللهُولَةُ اللهُولَةُ اللهُولَةُ اللهُولَةُ اللهُولَةُ اللهُولَةُ الْمِلَا اللهُولَةُ اللهُول

উল্লেখ্য যে, জাদুকরদের সাথে মুকাবিলার এই দিনটি (يوم الزينة) ছিল ১০ই মুহাররম আশূরার দিন (عاشوراء) (ইবনু কাছীর, 'হাদীছুল ফুতূন')। তবে কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, এটি ছিল তাদের ঈদের দিন। কেউ বলেছেন, বাজারের দিন। কেউ বলেছেন, নববর্ষের দিন (তাফসীরে কুরতুবী, ত্বোয়াহা ৫৯)।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4393